ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও খাদ্য সংকট মোকাবিলায় ত্রাণভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে ধারাবাহিক সম্প্রসারণ ও কাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (এনএসএসএস) প্রণয়ন করা হয়, যার লক্ষ্য ছিলো ২০২৫ সালের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ২০১৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংখ্যা ছিল ১৪৫টি; পরবর্তীতে কিছু কর্মসূচি একীভূত ও বাতিল হওয়ায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৯৫টিতে।

আদিবাসীদের দারিদ্র্যের হার জাতীয় দারিদ্র্যের হারের (১৮ দশমিক ৭ শতাংশ) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬৫ শতাংশ ও সমতলে ৮০ শতাংশ। টিআইবির পূর্ববর্তী একাধিক গবেষণায় সরকারি সেবা প্রাপ্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হলেও পার্বত্য ও সমতল– উভয় অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সুশাসনসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান। এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এ বিষয়ে তথ্যপ্রমাণভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে– সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিদ্যমান আইনি ও নীতিকাঠামো পর্যালোচনা করা; সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা; সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং গবেষণার ফলাফলের আলোকে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এটি একটি গুণগত পদ্ধতির গবেষণা, তবে কিছুক্ষেত্রে সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় দেশের আটটি বিভাগ থেকে ১১টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে, যার মধ্যে আটটি সমতল এবং তিনটি পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত। সমতলের ২২টি ও পার্বত্য এলাকার সাতটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

উত্তর: জুন ২০২৪ থেকে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে পরিকল্পনা, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠী কারা?

উত্তর: গবেষণার আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠী: (১) সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পাওয়ার উপযুক্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠী, এবং (২) সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হলেও নির্বাচিত হননি এমন আবেদনকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী এই গবেষণার আওতাভুক্ত।

প্রশ্ন ৬: আদিবাসী জনগোষ্ঠী বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? কতটি সম্প্রদায় এর অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর: গবেষণায় আদিবাসীর যে সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো– ঐতিহাসিকভাবে নিজেদের ভূমিতে বসবাসরত, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ভাষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বজায় রাখা জনগণ, যারা সমাজের প্রধান ধারা থেকে পৃথক এবং পূর্বপুরুষদের ভূমি, সংস্কৃতি ও পরিচয় সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গবেষণায় মোট ২৯টি সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমতল থেকে ২২ টি সম্প্রদায়– গারো, কোচ, মুন্ডা, মাহাতো/কুরমি মাহাতো/বেদিয়া মাহাতো, সাঁওতাল, পাত্র, ভূমিজ, খাসিয়া, ওঁরাও, রাখাইন, পাহাড়ী/মালপাহাড়ী, রাজোয়ার, গোরাইত, মাহালি, মনিপুরী, গঞ্জু, বাগদি, কোরা, শবর, বর্মন, হুদি ও ডালু। পাহাড় থেকে ০৭টি সম্প্রদায়– চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখোয়া, ম্রো ও বম জনগোষ্ঠীকে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ ও মন্তব্য কী কী?

উত্তর: গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তি প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই। এর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে - প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালায় আদিবাসীদের অগ্রাধিকার না দেওয়া, কর্মসূচির আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রমাণপত্রের শর্তাদি আদিবাসীবান্ধব না থাকা, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা, চাহিদা ও জনসংখ্যাভিত্তিক কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণে ঘাটতি, এবং বাস্তবায়ন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় আদিবাসীদের যথাযথ অংশগ্রহণ না থাকা। এ ছাড়া যথাযথ জনবল ও বাজেটের ঘাটতির কারণেও যোগ্য আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তিতে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিদ্যমান প্রচার ও অভিযোগ প্রতিকার কাঠামো অংশগ্রহণমূলক ও আদিবাসীবান্ধব নয়, বিশেষ করে ভাষা, যোগাযোগ, মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা এ ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ।

সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের চাহিদা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া সমতলের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সামাজিক নিরাপত্তার প্রচারণাও কার্যকরভাবে করা হয়নি। জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব না থাকা, বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি, অভিযোগ প্রদানে অনীহা ও ভীতি এবং শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তির পথে বাধা।

অন্যদিকে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। একদিকে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য না জানা, আবেদন এবং অভিযোগ প্রদানে ভৌগোলিক ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা এবং শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন, সেবা প্রদান বিশেষকরে খাদ্যপণ্য বিতরণ এবং প্রচারণায় সক্ষমতার ঘাটতি পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির পথে চ্যালেঞ্জ। দেখা যাচ্ছে দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী হিসেবে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার না দেওয়া এবং বিশেষ গুরুত্ব প্রদান না করা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসীদের যথাযথ অন্তর্ভুক্তির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা।

প্রশ্ন ৮: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণসমূহ সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে, এ গবেষণা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে।

প্রশ্ন ৯: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি-সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব-সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এ ছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

****